গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

বিষয়: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ত্রয়োদশ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম মন্ত্রিপরিষদ সচিব
সভারি তারিখ	:	০৯ মে ২০১৯
সময়	:	বেলা ১১:০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগনের তালিকা: পরিশিষ্ট-ক সংযুক্ত।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভা পরিচালনা করার জন্য সিনিয়র সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-কে অনুরোধ জানান। এ পরিপ্রেক্ষিতে সিনিয়র সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার ড. মোঃ শামসুল আরেফিন আলোচ্যসূচিসমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১: দ্বাদশ সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ:

২। সিনিয়র সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার জানান বিগত সভার কার্যবিবরণী ইতোপূর্বে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, টেবিলে উপস্থাপিত ফোল্ডারেও উক্ত কার্যবিবরণীর কপি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। এ কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন মতামত বা সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা ব্যক্ত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী না থাকায় দ্বাদশ সভার কার্যবিবরণীটি দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে মর্মে সকলে ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

আলোচ্যসূচি-২: দ্বাদশ সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

৩। সভায় বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির একটি বিবরণী উপস্থাপন করা হয়। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস)-এর Mid-Term Review সম্পর্কে সিনিয়র সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার জানান একটি বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই)-এর নিকট বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)-এর সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল ইসলাম জানান, জিইডি বিষয়টি সমন্বয় করছে এবং মে মাসের শেষ নাগাদ পিআরআই চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৪। সিনিয়র সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-এর কর্মপরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে লঞ্চিং-এর বিষয়ে জানান গত ৪-৬ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আওতায় প্রণীত সামাজিক নিরাপত্তা জেন্ডার বিষয়ক নীতিমালার অনুমোদিত খসড়াটিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং অনুমোদিত নীতিমালা বাংলায় রূপান্তর করা হয়েছে।

৫। সিনিয়র সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার বলেন, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা উপকমিটির সংশোধিত প্রজ্ঞাপনটি জারি করা হয়েছে। তিনি আরও জানান সামাজিক নিরাপত্তার থিমেটিক ক্লাস্টারসমূহের সমন্বয় সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি এ বিষয়ে থিমেটিক

ক্লাস্টারের সমন্বয়কের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ, যথা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-এর সচিবগণকে তাঁদের স্ব স্ব ক্লাস্টার-এর সভা সম্পর্কে অবহিত করার অনুরোধ করেন। বর্ণিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সচিব বা প্রতিনিধিগণ জানান তাঁরা নিয়মিত সভা আয়োজন করছেন। সভাপতি মহোদয় থিমেটিক ক্লাস্টার সভার কার্যবিবরিণী নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের অনুরোধ করেন।

৬। সভাপতি মহোদয় জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম প্রবর্তন সম্পর্কিত কর্ম্পরিকল্পনাটির অগ্রগতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সভায় অবহিত করা হয় যে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ১২তম সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার এবং সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ যৌথভাবে এ বিষয়ে একটি সভা আয়োজন করেছিলেন। তবে বর্ণিত জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম বাস্তবাবায়নের বিষয়ে কার্যত কোন অগ্রগতি নেই মর্মে সভায় আলোচনা হয়। জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম প্রবর্তন সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের নিমিত্ত সিনিয়র সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার কে আগামী ৭ কর্ম দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে সভা আয়োজনপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ করা হয়।

৭। সিনিয়র সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার আরও অবহিত করেন যে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাক্রমে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (DivMC), সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটি (DMC) এবং সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত উপজেলা ব্যবস্থাপনা কমিটি (UMC) গঠন বিষয়ক তিনটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

৮। সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধাভোগীদের Household Database প্রণয়ন কাজ অগ্রাধিকারভিত্তিতে সম্পন্ন হচ্ছে বলে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রতিনিধি জানান। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এ জুন মাসের মধ্যে ডাটাবেইজ প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হবে। সভাপতি মহোদয় মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা সম্পর্কে জানতে চাইলে, এ সম্পর্কে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় , খাদ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর প্রতিনিধিগণ বলেন যে তাঁদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি-তে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আলোচ্যসূচি ৪- সামাজিক নিরাপত্তা (ব্যবস্থাপনা) আইনের খসড়া বিষয়ক পর্যালোচনা:

৯। সিনিয়র সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার তাঁর উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তার সাংবিধানিক ভিত্তি খুবই দৃঢ় এবং বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তার সাংবিধানিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তিনি উল্লেখ করেন অধিকারভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য শক্তিশালী আইনি কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলেও বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া ও যুক্তরাজ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সামাজিক নিরাপত্তার সাংবিধানিক নীতি বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

১০। তিনি জানান বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তার মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে এ বছর সরকারের বরাদ্দ ৬৪ হাজার কোটি টাকা, যা জাতীয় বাজেটের ১৩.৮৪ এবং জিডিপির ২.৫৩ শতাংশ এবং আগামী পাঁচ বছরে এ খাতে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণ করার জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল এবং সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

১১। তিনি বলেন সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ভূতুড়ে সুবিধাভোগী, সুবিধার দৈত্বতা এবং অযোগ্য ব্যক্তিগণকে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে অনর্ভুক্তির কারণে প্রায় ২০% লিকেজ হয়, যার ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দরিদ্র মানুষ সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক যোগ্য নাগরিকের জন্যে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কিন্তু লিকেজ বন্ধ করা না গেলে এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করেও সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণ করা কঠিন। তাই জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে সামাজিক নিরাপত্তায় আত্মসাৎমুলক কাজের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশিলতার নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা আইন খুবই কার্যকর হতে পারে। অতঃপর তিনি খসড়া আইনটির উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন।

১২। উপস্থাপিত খসড়াটির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সদস্যগণ ঐকমত্য প্রকাশ করেন যে বাংলাদেশে এ ধরনের আইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এসডিজি-র মুখ্য সমন্বয়ক মহোদয় জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সামাজিক নিরাপত্তা (ব্যবস্থাপনা) আইন প্রণয়নের বিষয়ে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। তিনি আরও জানান এ বিষয়ে তাঁর কতিপয় সংশোধনী প্রস্তাব রয়েছে যা সভা শেষে

লিখিতভাবে তিনি উপস্থাপন করবেন। সভাপতি মহোদয় বলেন, আইনটির বিষয়ে কারো কোন মতামত থাকলে তা আগামী ৭ কার্যদিবসের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সুযোগ থাকবে। এছাড়া, তিনি আইনের খসড়াটি পর্যালোচনাপূর্বক আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে মতামত প্রেরণের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট আইন কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

১৩। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

(১) গত ২৭ মে ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির দ্বাদশ সভার কার্য বিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হল;

(২) সামাজিক নিরাপত্তা (ব্যবস্থাপনা) আইন প্রণয়নের বিষয়ে সভার নীতিগত সমর্থন প্রদান করা হল;

(৩) আইনের খসড়ার বিষয়ে কোন মতামত বা সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা আগামী ৭ কার্যদিবসের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সদস্যগণকে অনুরোধ করা হয়;

(৪) আইনের খসড়াটি পর্যালোচনা পূর্বক আগামী ৭ কার্য-দিবসের মধ্যে মতামত প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইন কমিটিকে অনুরোধ করা হয়;

(৫) জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম প্রবর্তন সম্পর্কিত কর্ম্পরিকল্পনাটি নিষ্পন্ন করার জন্য আগামী ৭ কর্ম দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে সভা আয়োজনপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ করা হয়।

(৬) সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট জেন্ডার নীতিমালা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হল।

(৭) সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে সমন্বয় কার্যক্রম আরও কার্যকর ও গতিশীল করার নিমিত্ত গঠিত পাঁচটি বিষয় ভিত্তিক ক্লাস্টার-এর সমন্বয়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ) নিয়মিত সভা আয়োজনপূর্বক কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হল।

১৪। সভায় আর কোনও আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

১৬.৫.১৮

(মোহাম্মদ শফিউল আলম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব